রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসতভিটায়

প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন

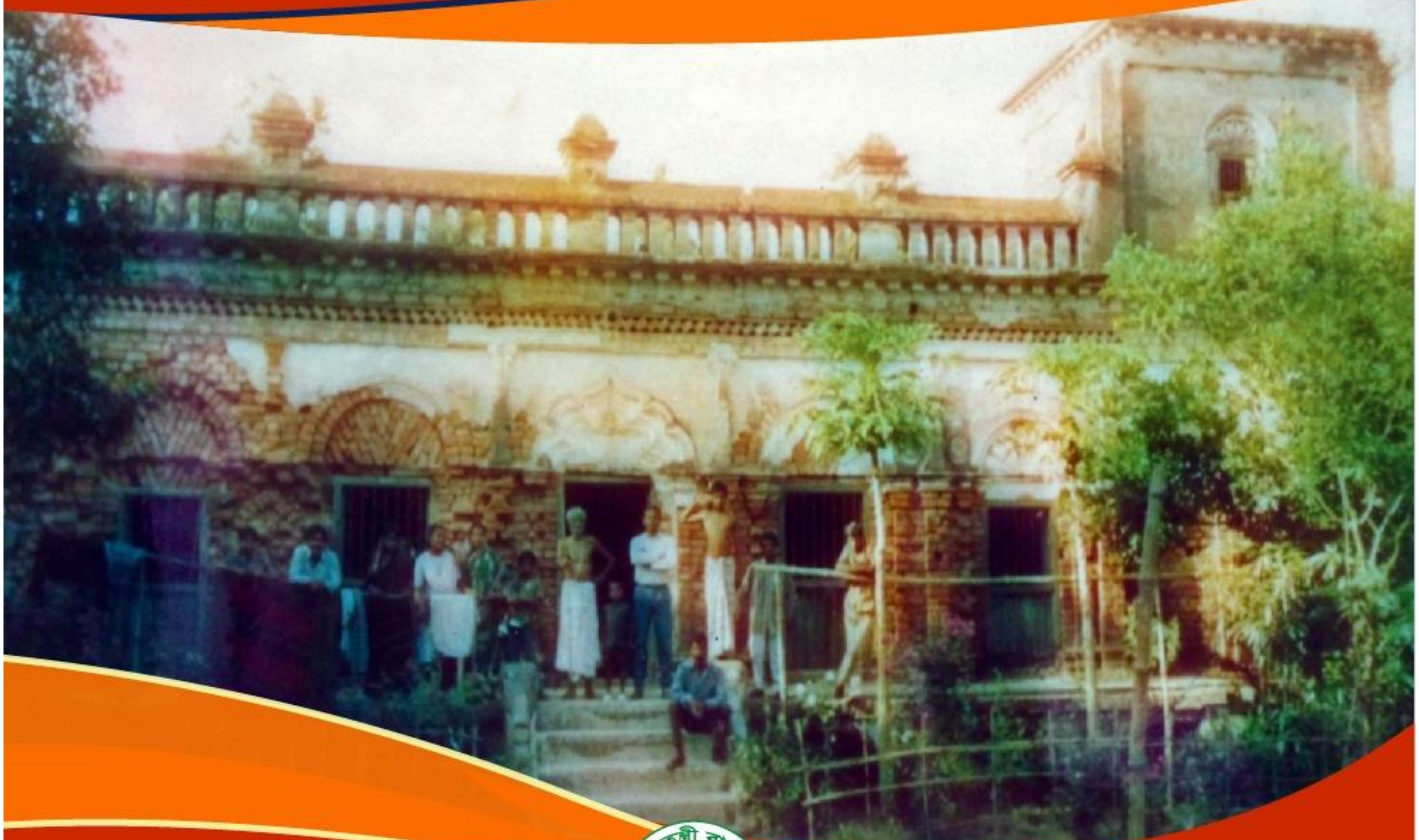

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
খুলনা ও বরিশাল বিভাগ

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসতভিটায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন

শীহাব উদ্দিন মো. আকবর
লাভলী ইয়াসমিন
মো. গোলাম ফেরদৌস

আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়
খুলনা ও বরিশাল বিভাগ
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসতভিটায় প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন

শীহাব উদ্দিন মো. আকবর
লাভলী ইয়াসমিন
মো. গোলাম ফেরদৌস

সম্পাদনা পরিষদ
সাবিনা আলম
অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ
অধ্যাপক স্থপতি ড. আবু সাঈদ এম আহমেদ
নাফরিজা শ্যামা
অধ্যাপক মালিহা নার্গিস আহ্মেদ
মো. আমিরুজ্জামান
রাখি রায়

প্রকাশক
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
জুন ২০২৪

কম্পিউটার কম্পোজ
মো. জুয়েল

প্রচ্ছদ
মোঃ কলিম উদ্দীন

প্রচ্ছদে ব্যবহৃত আলোকচিত্র
রূপসার পিঠাভোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বাড়ির আলোকচিত্র

আলোকচিত্র
মোঃ আব্দুস সামাদ

ISBN : 978-984-36-0022-6

মূল্যঃ ১০০ টাকা

মুদ্রণ : রবি প্রিন্টিং প্রেস
শান্তিধাম মোড়, খুলনা, ফোন : ০২-৪৪১১০৬৯৪, ০১৭১১-২৯৫০৮৭

মুখবন্ধ

একটি জাতির সঠিক ইতিহাস রচনা বা পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রত্নতত্ত্বের বিভিন্ন কলা-কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে অতীতের ধ্বংস হয়ে যাওয়া প্রাচীন স্থান ও জাতিসমূহের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আবিষ্কার বা চিহ্নিতকরণ, গবেষণা, পর্যবেক্ষণ ও সংরক্ষণ বিষয়ক বিজ্ঞান ক্রমান্বয়ে বহুমাত্রিকতা লাভ করছে। সুদূর অতীতে ঐতিহ্য, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা, তাদের বাসস্থান, শিল্পবোধ, অর্থনীতি ইত্যাদি কিরূপ ছিল তা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে জাতির সামনে উপস্থাপনের এক মহান দায়িত্ব সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর পালন করে চলেছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ কুশারী বংশের আদি নিবাস খুলনা জেলার রূপসা উপজেলাস্থ পিঠাভোগ গ্রামে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদি বসত ভিটাতে ২০১১-১২ সালে পরীক্ষামূলক খনন পরিচালনা করা হয়। দেরি করে হলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসত ভিটার প্রত্নতাত্ত্বিক খনন প্রতিবেদন প্রকাশ করতে পেরে আমি আনন্দিত। এই প্রতিবেদনে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যা প্রশংসার দাবীদার। তাই, এই প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

সাবিনা আলম
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা।

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা
অধ্যায়- ১	০৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসতভিটার পরিচিতি	
১.১ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসতভিটার ভৌগোলিক অবস্থান	
১.২ ভূ- প্রকৃতি	
১.৩ সাইট প্ল্যান	
১.৪ নদ-নদী	
১.৫ রূপসা উপজেলার গ্রামসমূহের স্থানিক নামকরণ	
অধ্যায়- ২	১২
২.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	
অধ্যায় - ৩	১৪
৩.১ কুশারী বংশধারার ইতিহাস	
৩.২ রবীন্দ্রনাথ যেভাবে কুশারী থেকে ঠাকুর হলেন	
৩.৩ রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষের বংশ লতিকা	
অধ্যায়- ৪	১৯
প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ২০১১-২০১২ অর্থবছর	
৪.১ প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও উন্মোচিত স্থাপত্যিক কাঠামোর বিবরণ	
৪.২ পরীক্ষামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদের বিবরণ	
৪.৩ উপসংহার	
৪.৪ খননে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদের প্রদর্শনী ও খনন চলাকালীন খনন পরিদর্শন	
রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত স্থাপনাসমূহের আলোকচিত্র	৩২
গেজেটের কপি	৩৬
বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকশিত সংবাদ	৩৮

অধ্যায়-০১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসতভিটার পরিচিতি

১.১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসতভিটার ভৌগোলিক অবস্থান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসতভিটা হিসাবে খ্যাত কুশারী বাড়ি রূপসা উপজেলার ৫নং নম্বর ঘাটভোগ ইউনিয়নের অন্তর্গত পিঠাভোগ গ্রামে ২২°৪৭ উত্তর অক্ষাংশ থেকে ৮৯°২২ পূর্ব দ্রাঘিমাংশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। ঢাকা-খুলনা বিশ্বরোডের নওয়াপাড়া নামক স্থান থেকে ৭ কিমি. পূর্ব-দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে পিঠাভোগ কাজদিয়া সেতু পার হয়ে ১ কিমি. পূর্বে ঘাটভোগ ইউনিয়ন পরিষদের পাকা রাস্তা ধরে খানিকটা অগ্রসর হয়ে প্রাচীন ভৈরব নদীর ১২০ মি. উত্তর পাড়েই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসতভিটা কুশারী বাড়িতে পৌঁছানো যায়।

খুলনা শহর থেকে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বাড়িতে যাওয়ার রোড ম্যাপ

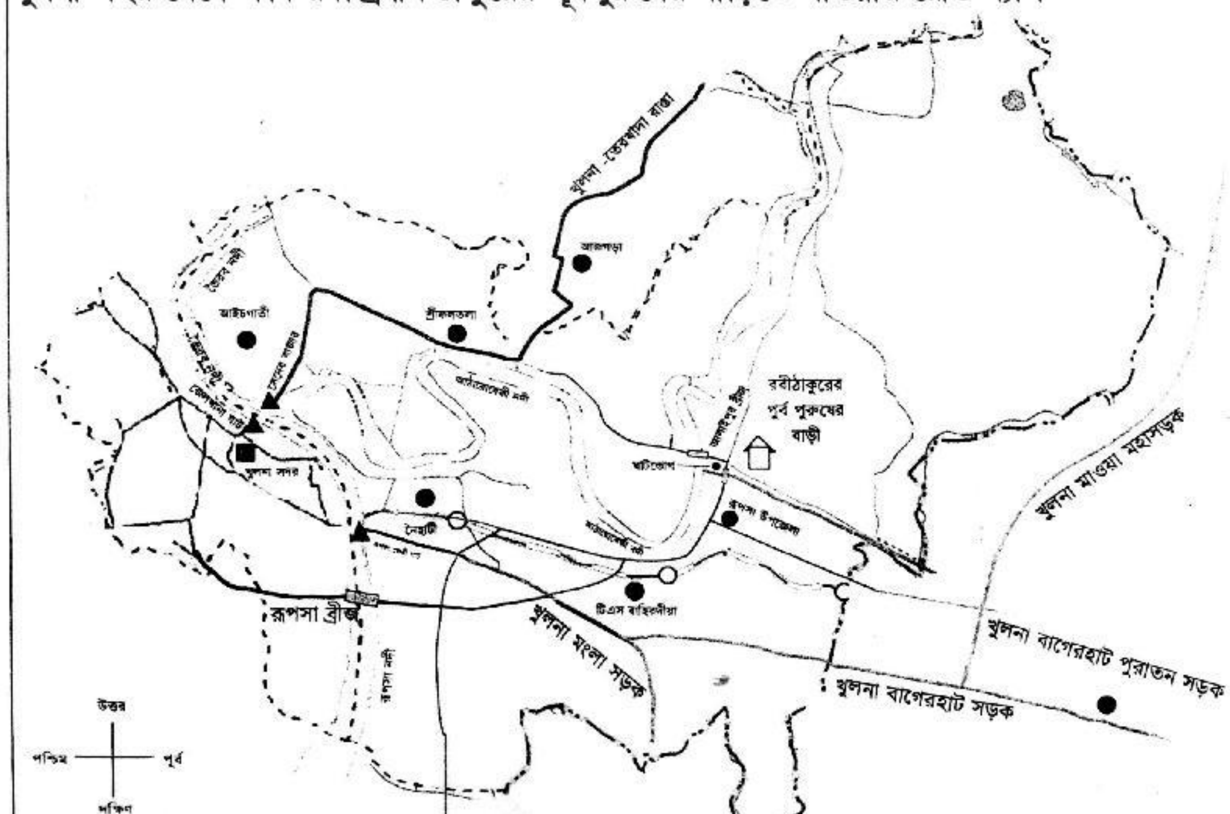

পিঠাভোগ কুশারী বাড়ি সংলগ্ন ভৈরব নদ

পিঠাভোগ ও আলাইপুরকে বিভক্ত করেছে প্রাচীন ভৈরব নদ।

আঠারোবাঁকি নদীর দৃশ্য

প্রাচীন আলাইপুর ও ঘাটভোগ ইউনিয়নের সংযোগ স্থাপনকারী আলাইপুর ব্রীজ

১.২ ভূ-প্রকৃতি

রূপসা উপজেলার ভূমি ভৈরব নদের পলল দ্বারা গঠিত। মাটিতে বালির অনুপাত বিশেষ করে নদী তীরবর্তী উচ্চভূমিতে বেশি। জেলার ভূমি গঠন অতি সাম্প্রতিক কালের। মূলত নদীবাহিত পলি, বালি ও জলজ উদ্ভিদ দ্বারা এর ভূমি গঠন কাজ সাধিত হয়েছে। নিম্নাঞ্চলে ও বিল এলাকায় পচা উদ্ভিদের সমন্বয়ে গঠিত কাদামাটির উপস্থিতি দেখা যায়। রূপসার ভূভাগ কোন সময়ে, কীভাবে ভৈরব নদীর বুক চিরে জেগে উঠেছিল এবং কখন তা মানুষের বসবাসের যোগ্য হয়েছিল সে সম্পর্কে যশোহর-খুলনার ইতিহাস প্রণেতা শ্রী সতীশ চন্দ্র মিত্র এবং জনাব এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল মনে করেন নদীর গতিধারা ব্যাহত হবার পর উপকূলাঞ্চলে পলি জমে কালের বিবর্তনে ছোট ছোট দ্বীপ আকারের অনেক ভূমিখণ্ড জেগে উঠতে থাকে। পলি জমে ভূমি গঠন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ভূমিখণ্ডের দূরত্ব কমে গিয়ে পরে তা একটি বড় ভূখণ্ডে পরিণত হয়।

১.৩ সাইট প্ল্যান

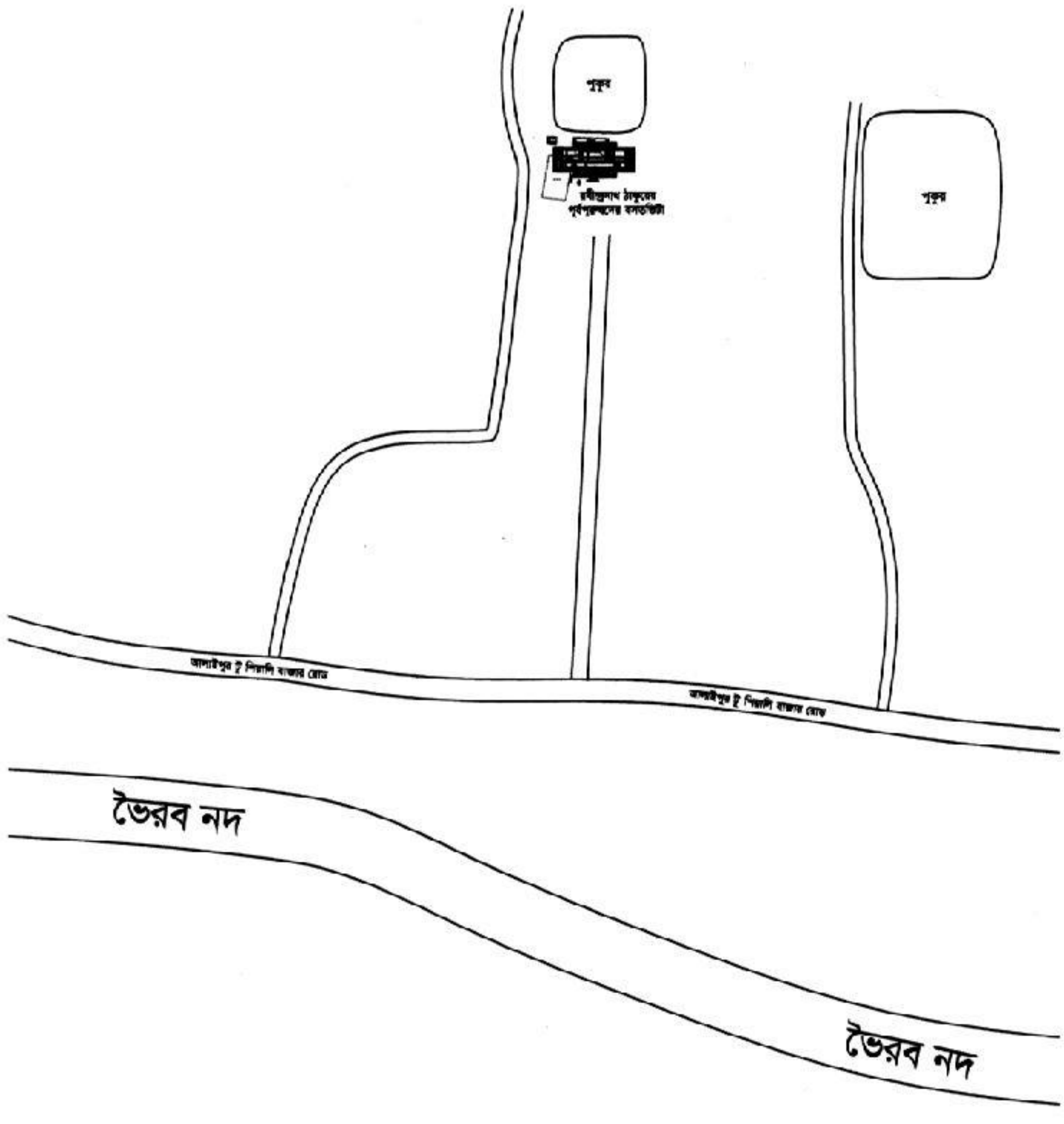

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষদের বসতভিটার সাইট প্লান
পিঠাভোগ, রূপসা, খুলনা।

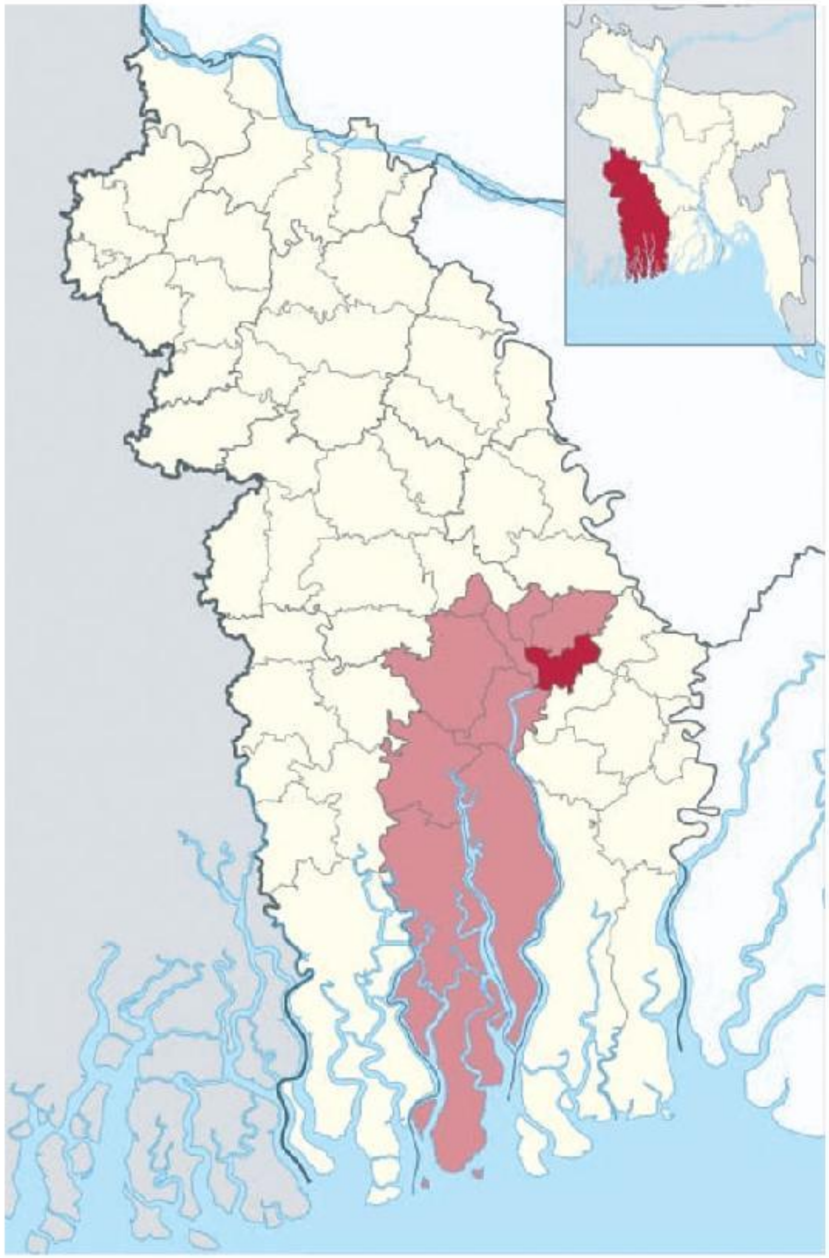

মানচিত্রে রূপসা উপজেলার অবস্থান

১.৪ নদ-নদী

খুলনা জেলায় জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা। জেলার সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে এই নদ-নদীগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। যোগাযোগের ক্ষেত্রে নৌপথ প্রধান ভূমিকা পালন করে। জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত কয়টি প্রধান নদী হলো ভদ্রা, ভৈরব, রূপসা, পশুর, কাজীবাছা, শিবসা, কপোতাক্ষ, আতাই, শোলমারী এবং সুতারখালী। প্রধান এই নদী আবার অসংখ্য শাখা নদী, নালা, খাল ও খাঁড়ি দিয়ে বঙ্গোপসাগরের সাথে যুক্ত হয়েছে। সারা বছর ধরে জোয়ার-ভাটা প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় এসব নদীতে।

১.৫ রূপসা উপজেলার গ্রামসমূহের স্থানিক নামকরণ

এই অঞ্চলের অনেক গ্রামের নামকরণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নামের শেষে 'দিয়া' এবং 'ডাঙ্গা' প্রত্যয় যুক্ত গ্রামের উপস্থিতি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যেমন কাজদিয়া, বাহিরদিয়া, রাংদিয়া, বাগদিয়া, মধুদিয়া, বালিয়াডাঙ্গা ইত্যাদি। 'দিয়া' শব্দটি দ্বীপ শব্দের অপভ্রংশ বা পরিবর্তিত রূপ। নদীর মধ্য থেকে জেগে ওঠা অপেক্ষাকৃত বড় ভূভাগ এর নাম 'দিয়া' এবং যখন ছোট স্থল ভাগের সৃষ্টি হয় তখন তার নাম হয়েছে 'ডাঙ্গা'। সেই অর্থে কাজদিয়া শব্দের অর্থ কাছের দ্বীপ, ভৈরব নদীর কাছে বা সন্নিকটে অবস্থিত দ্বীপ। কাজ শব্দটি কাছ শব্দের পরিবর্তিত রূপ বলে মনে হয়। অবশ্য কোন কোন লেখক একে কাজির দ্বীপ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অনুরূপ বাহিরদিয়ার মূলনাম বহিরদ্বীপ। ভৈরব নদ থেকে কিছুটা দূরে অবস্থিত দ্বীপ। তেমনি রাংদিয়ার মূলনাম রঙ্গদ্বীপ অর্থাৎ রঙিন দ্বীপ। বাগদিয়া-বাগান পূর্ণ দ্বীপ, মধুদিয়া মিষ্টি দ্বীপ, শুভদিয়া শুভদ্বীপ। নলধা গ্রামের নাম সম্ভবত আদিতে নলদ্বীপ বা নলদিয়া ছিল। নলদিয়া অর্থ নল খাগড়ায় পূর্ণ দ্বীপ। তেমনি বালিয়াডাঙ্গা-বালুময়া ডাঙ্গা বা উচ্চভূমি, হোগলডাঙ্গা-হোগলা বনময় উঁচু ভূমি।

স্থানিক নামকরণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এই অঞ্চলটি সুদূর অতীতে ভৈরব নদীর বুক থেকে জেগে ওঠা একটি দ্বীপ। নতুন জেগে ওঠা চরে বা দ্বীপে ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষ খাদ্য ও আশ্রয়ের সন্ধানে বসতি স্থাপন করে। কালক্রমে বংশবৃদ্ধি ও অন্যস্থান থেকে নতুন মানুষের আগমনে এখানে ক্রমশ জনবসতি বৃদ্ধি পায়।

অধ্যায়- ২

২.১ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

লিপিতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুযায়ী লক্ষণ সেনের রাজত্বের (১১৭৯-১২০৬ খ্রি.) শেষ দিকে ডুম্মন পাল নামে একজন সামন্তপ্রভু কর্তৃক সুন্দরবন এলাকায় খাড়ি নামক একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায়। বৃহত্তর খুলনার দক্ষিণাংশ খাড়ি রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ডুম্মন পালের সময়কালে আবিষ্কৃত তাম্রফলক থেকে জানা যায় তিনি মহারাজা উপাধি ধারণ করেছিলেন। মহারাজা ডুম্মন পাল রাজা লক্ষণ সেন এর সমসাময়িক শাসক ছিলেন। লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে আনুমানিক ১২০৪ খ্রিস্টাব্দে ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজি বাংলায় মুসলিম বিজয়ের সূচনা করে।

খ্রিস্টীয় পনের শতকের গোড়ার দিকে উলুঘ খান জাহান পদবি ধারী একজন মুসলিম শাসক বৃহত্তর খুলনার বাগেরহাটে প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। অতঃপর পালাক্রমে এই অঞ্চল বাংলার মুসলমান শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়। মুদ্রাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য এবং আবুল ফজলের আইন-ই-আকবরীর বর্ণনার উপর নির্ভর করে গবেষকদের ধারণা বৃহত্তর খুলনার একাংশ মধ্যযুগে 'খলিফাতাবাদ' নামে পরিচিত ছিল এবং এর প্রশাসনিক কেন্দ্র বর্তমান বাগেরহাট শহরের পার্শ্ববর্তী মগরা, সুন্দরঘোনা, কৃষ্ণনগর ও রণবিজয়পুর কাড়াপাড়া মৌজায় অবস্থিত ছিল। ষোল শতকে এ অঞ্চল বারভূঁইয়া নেতা প্রতাপাদিত্য এবং পরে সিতারাম রাজার নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল। অতঃপর আঠারো শতকে এ অঞ্চল বাংলাদেশের অপরাপর অঞ্চলগুলোর মতো ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে।

ভৈরব ও আঠারবেকী সংগমস্থলে আলাইপুর এক ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান। বাংলায় সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের নাম অনুসারে এর নাম হয় আলাইপুর। কথিত আছে আলাইপুরের নিকটে চাঁদপুরের কাজী বাড়ীতে হোসেন শাহ বাল্যকালে জায়গীর থেকে এই অঞ্চলে লেখা পড়া করেন।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহ এর আলাইপুর কবে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় সে-সম্পর্কে ইতিহাস সম্পূর্ণ নিরব। ধারণা করা যায় ষোল শতকের শেষভাগে কিংবা সতেরো শতকের প্রারম্ভে আলাইপুরের প্রায় পুরোটাই ভৈরব গর্ভে নিমজ্জিত ছিলো। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের আমলে আঠার বেকী নদী ছিল সংকীর্ণ একটি খাল। সম্ভবত প্রাকৃতিক কারণে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে সংকীর্ণ খালটি প্রমত্তা নদীতে রূপ নেয়। এর ফলে আলাইপুরের একটা বড় অংশ নদীগর্ভে বিলীন হয়ে পড়ে। হোসেন শাহী আমলে আলাইপুর, পিঠাভোগ, চাঁদপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি ছিল পরস্পর সংযুক্ত একটি গুচ্ছ গ্রামের মতো। বর্তমান আলাইপুরের ভূমিগঠন পর্যবেক্ষণে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় এর ভূমিগঠন বেশ নবীন।

আলাউদ্দিন হোসেন শাহের পুত্র সুলতান নাসির উদ্দিন নসরত শাহের আমলেও স্থানটির গুরুত্ব হারায়নি। পিতা হোসেন শাহের মৃত্যুর পরেও নসরত শাহ এর সাথে এই অঞ্চলের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি। বাগেরহাটের বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে হোসেনশাহী আমলে নির্মিত ১০ গম্বুজ মসজিদসহ অনেক স্থাপত্য নিদর্শন এখনো টিকে আছে। চাঁদপুরের সন্নিকটে ফতেপুর, আলাইপুর, খোজাডাংগা, সামন্তসেনা, কাজদিয়া, হোসেন পুর, কাজীর ডাংগা, ইউসুফপুর প্রভৃতি স্থানের সাথে হোসেনশাহ এবং তার পরবর্তী শাসকদের ঐতিহাসিক সম্মন্ধ স্থাপনের কথাও প্রচলিত জনশ্রুতি থেকে জানা যায়। প্রমত্তা ভৈরব নদী গর্ভে এই জনপদটির বেশিরভাগ এলাকা নিশ্চিহ্ন হওয়ায় হারিয়ে যায় বাংলার বিখ্যাত শাসকের স্মৃতিবিজড়িত সকল স্থাপনাসমূহ। আলাইপুর মাদ্রাসা, আলাইপুর মসজিদ, কাজীবাড়ি প্রভৃতি ছিল সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। আলাইপুর মাদ্রাসা হোসেনশাহী বাংলার এক প্রসিদ্ধ ইসলামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের স্মৃতি বিজড়িত জনপদটি নিশ্চিহ্ন করে আলাইপুর-চাঁদপুর গ্রামের পাশ দিয়ে ক্ষীণ স্রোত নিয়ে এখনো প্রবাহিত হচ্ছে ভৈরব।

অধ্যায়-৩

৩.১ কুশারী বংশধারার ইতিহাস

ভৈরব অববাহিকায় গড়ে উঠা পিঠাভোগ নামের সুপ্রসিদ্ধ গ্রামটি প্রাচীন কাল থেকেই ঐতিহ্যবাহী। আঠারবেঁকী নদীর তীরে ও ভৈরবের উত্তর অববাহিকায় মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে গড়ে উঠা এ প্রাচীন জনপদটি প্রাচীনত্বের স্বাক্ষ্য বহন করছে। পিঠাভোগের পার্শ্ববর্তী গ্রামের নাম সামন্তসেন, কাজিদিয়া<কাজদিয়া, চাঁদপুর, আলাইপুর। এর মধ্যে আলাইপুর সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহের বাল্য কালের নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে। চাঁদপুর গ্রামটিও তার এক সময়কার বিস্মৃত রাজধানীর স্মৃতি বহন করছে। সূত্রে জানা যায় খানজাহান আলী (রঃ) বাগেরহাটে আগমনের প্রায় কয়েকশ বছর আগে ভৈরব অববাহিকায় এই প্রাচীন জনপদটি গড়ে উঠে। পিঠাভোগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষ কুশারীদের আবির্ভাব ও গোড়াপত্তন এবং প্রাচীন অধিবসতি বিন্যাসের চিত্র থেকে গ্রামটির প্রাচীনত্ব সম্পর্কে তথ্য মেলে। খ্রিস্টীয় অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে আদিশুরের রাজত্বকালে বৌদ্ধ প্রভাবযুক্ত বঙ্গদেশে হিন্দু ধর্মের বিশুদ্ধতা ফিরিয়ে আনতে ও প্রাধান্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে যে পঞ্চব্রাহ্মণের আবির্ভাব ঘটে তাদের মধ্যে শান্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতিশ ছিলেন অন্যতম। পিঠাভোগের কুশারীরাও শান্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতিশের বংশজাত ব্রাহ্মণের ধারাবাহিক উত্তর পুরুষ। কথিত রয়েছে ভট্টনারায়ণের পুত্র দ্বীননাথ শান্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ মহারাজা ক্ষিতিশুরের অনুগ্রহে বর্ধমান জেলার 'কুশদহ' নামক গ্রামে দানস্বত্ব লাভ করে কুশারী গোত্রীভুক্ত হন (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাণ্ড পৃঃ ১২১)। সেখান থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের উপাধী কুশারী উদ্ভব হয় (রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৯২)। খ্রিস্টাব্দ চতুর্দশ শতকে কুশারী গোত্রের বিভিন্ন শাখা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কালক্রমে ঢাকা, বাকুড়া ও খুলনার রূপসা পিঠাভোগ গ্রামে কুশারীদের আবাসভূমি হিসাবে গড়ে উঠে।

দ্বীননাথ কুশারীর অষ্টম পুরুষ তারানাথ কুশারী ভৈরব তীরবর্তী পিঠাভোগ গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। তারানাথ কুশারীর দুই পুত্র রামগোপাল ও রামনাথ। রামগোপালের পুত্র জগন্নাথ কুশারীই ছিলেন আলোচ্য বংশধারার আদি পুরুষ। তিনি খুলনা ফুলতলার দক্ষিণ ডিহি নিবাসী শুকদেব রায়চৌধুরীর এক কন্যাকে বিয়ে করে বৈবাহিক দোষে দুষ্ট হয়ে পীরালি ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় ভুক্ত হয়ে দক্ষিণ ডিহির শ্বশুরালয়ে স্থায়ী বসতি স্থাপনে বাধ্য হন। এই জগন্নাথ কুশারীর দ্বিতীয় পুত্র পুরুষোত্তম থেকেই ঠাকুর ধারা প্রবাহমান। জগন্নাথ কুশারীর পরবর্তী বংশধর পঞ্চানন কুশারী পারিবারিক মত পার্থক্যের কারণে গঙ্গাতীরে কালিঘাটে কলকাতা শহরের নিকটবর্তী গোবিন্দপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ইংরেজরা তখন গোবিন্দপুর, সুতান'টি, কলকাতা এই তিনটি গ্রাম নিয়েই কোলকাতা শহরের গোড়াপত্তন

ঘটান। নতুন এ বসতিকে কেন্দ্র করে ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে এক পর্যায়ে তিনি বিপুল অর্থ-বিত্তের অধিকারী হয়ে পড়ায় স্থানীয় রুচিবান মানুষেরা ব্রাহ্মণ পঞ্চানন কুশারীকে স্ব-সম্মানে 'ঠাকুর' বলে ডাকতে শুরু করেছিল। এভাবেই তারা কালক্রমে পিঠাভোগ গ্রামের কুশারী থেকে কলকাতার ঠাকুর হলেন। কলকাতার সম্মানিত পঞ্চানন কুশারী ওরফে পঞ্চানন ঠাকুরের পরবর্তী বংশধর নীলমনি ঠাকুর প্রভূত অর্থ-বিত্তের মালিক হয়ে কোলকাতার জোড়াসাঁকোয় গিয়ে বাড়ি নির্মাণ করেন। জোড়াসাঁকোয় এই বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারেই ১৮৬১ সালে ৮ই মে জন্মগ্রহণ করেন বাংলা সাহিত্যের উজ্জ্বল নক্ষত্র এশিয়ার প্রথম নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রামনাথ কুশারীর যে বংশধারা তাদের ব্রাহ্মণ আভিজাত্য নিয়ে পীঠাভোগ গ্রামে বসবাস করত তাদের মধ্যে তারিনীকান্ত কুশারী ছিলেন অন্যতম। তিনি ইংরেজ কোম্পানীর সাথে ব্যবসা করে লাইট রেলওয়ে কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করেন এবং স্টিমার কোম্পানীতে ম্যানেজারী করে অর্থবিত্তের মালিক হন। তিনি জগন্নাথ কুশারীর অংশভুক্ত ৯.৩৫ একর জমির মালিকানা লাভ করে কুশারী বাড়িতে পুকুর খনন ও অট্টালিকা নির্মাণ করেন। যদিও পরবর্তীকালে কুশারী পরিবারের বংশবৃদ্ধিজনিত কারণে বিভাজন আর বিভক্তি বাড়তে বাড়তে দারিদ্র এসে কুশারীদের গ্রাস করে।

৩.২ রবীন্দ্রনাথ যেভাবে কুশারী থেকে ঠাকুর হলেন

পশ্চিম বাংলার বর্ধমান জেলার 'কুশ' গ্রাম থেকে কুশারী বংশের উদ্ভব। রাজা বল্লাল সেনের সময় গ্রামটি ছিল সমৃদ্ধশালী। এই গ্রামেই কুশারী পরিবারের বাস। কুশারীরা মুলত ব্রাহ্মণ ছিলেন। কালক্রমে বংশ বৃদ্ধি জনিত কারণে তারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীতে, খুলনার পিঠাভোগে, ঢাকার কয়কীর্তনে, যশোরের-দামুড়হুদা গ্রামে। তবে রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষরা পিঠাভোগের কুশারী।

রবি ঠাকুরের দক্ষিণ ডিহির মাতৃকুলের রায় চৌধুরী বংশের সাথে কবির আদি পুরুষ পিঠাভোগের কুশারী বংশের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠে। জগন্নাথ কুশারীর পরবর্তী বংশধর পঞ্চানন কুশারী মত পার্থক্যের দরুণ পিঠাভোগ গ্রাম ত্যাগ করে কলকাতার গঙ্গাতীরে কালিঘাটের গোবিন্দপুর গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। পিঠাভোগ থেকে আসা পঞ্চানন কুশারীকে স্থানীয়রা ভক্তিতে গ্রহণ করেন। ইংরেজরা তখন আজকের কলকাতার শহরের গোড়াপত্তন করছিলেন। স্থানীয়রা তাদের মুখপাত্র হিসাবে পঞ্চানন কুশারীকে ইংরেজদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রাখতে অনুরোধ করে। স্থানীয়রা ব্রাহ্মণ পঞ্চাননকে সম্মান করে 'ঠাকুর' বলে ডাকতো। এই ভাবেই পিঠাভোগের কুশারী কলকাতায় ঠাকুর হিসাবে পরিচিত পান। ঠাকুর হওয়ার পিছনে আরও কাজ করে ওই সময় ভাগীরথী নদীতে ইংরেজদের বাণিজ্য তরী ভীড়তো। সেই বাণিজ্য তরীর মালামাল উঠানো, নামানোর ঠিকাদার এবং খাদ্য সামগ্রী সরবরাহের ব্যবসা করতেন পঞ্চানন কুশারী। এ কাজে নিয়োজিত শ্রমিকেরা কুশারীকে শ্রদ্ধা ভরে ঠাকুর মহাশয় বলে ডাকতো। জাহাজের ক্যাপ্টেনদের কাছেও তিনি ঠাকুর বলে পরিচিতি পেয়ে যান। তাদের কাগজপত্রে TAGORE লেখা হতো। এখান থেকেই ঠাকুর উপাধির প্রচলন। দীর্ঘকাল ইংরেজদের সঙ্গে মেলামেশার ফলে ইংরেজি 'টেগোর' উচ্চারণটি স্থায়ী রূপ লাভ করে।

৩.৩ রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষের বংশ লতিকা

১. ক্ষিতিশ → সেন বংশের পূর্ব পুরুষ আদি শুরের রাজত্বকালে কান্যকুঞ্জ থেকে আগত পঞ্চব্রাহ্মনোর অন্যতম অষ্টম পুরুষ

২. ভট্টনারায়ণ

৩. দ্বীননাথ কুশারী → কুশগ্রামে অধিকার প্রাপ্ত হয়ে কুশারী গোত্রভূক্ত হন।

৪. তারানাথ কুশারী → কুশগ্রাম থেকে পিঠাভোগে স্থায়ী আবাস গড়ে।

৫. হরনাথ কুশারী

৬. গোবর্দ্ধন কুশারী

৭. হরিদেব কুশারী

৮. রামগোপাল কুশারী

৯. জগন্নাথ কুশারী

১০. পুরুষোত্তর কুশারী

১১. বলরাম কুশারী

১২. হরিহর কুশারী

১৩. মহেশ্বর কুশারী

কলিকাতা, পশ্চিম বাংলা, ভারত

১৪. পঞ্চানন কুশারী | গঙ্গাতীরে কালিঘাটে বসবাস ঠাকুর নামে পরিচিত | প্রিয়নাথ কুশারী

১৫.	জয়রাম কুশারী	১৭০৭ খ্রি. ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমিন নিযুক্ত। মৃত্যু ১৭৫৬ ইং	রামনাথ কুশারী
১৬.	নীলমণি ঠাকুর	মৃত্যু ১৭৯১ খ্রি.	রামভদ্র কুশারী
১৭.	রামলোচন ঠাকুর	রামমণি ঠাকুর	গোকুল চন্দ্র কুশারী
			দ্বারকানাথ কুশারী
১৮.	প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর		
১৯.	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮১৭-১৯০৫	পতিত নাথ কুশারী
২০.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৮৬১-১৯৪১	রামচরণ কুশারী
	উমাচরণ কুশারী	অম্বিকাচরণ	তারিনী কান্ত

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদি পুরুষের ভিটা পুনরুদ্ধার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের বসত ভিটা নামে খ্যাত কুশারী বাড়ি বিশ শতকের নব্বই দশক পর্যন্ত অনেকটাই লোক চক্ষুর অন্তরালে ছিল। রবীন্দ্র অনুসারী স্থানীয় কতিপয় গবেষক ও মিডিয়া তৎকালীন খুলনার করিৎকর্মা জেলা প্রশাসকের আন্তরিক সহযোগিতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের বসতভিটা খ্যাত কুশারী বাড়ির কথা প্রচারের আলোয় জন সম্মুখে উঠে আসে। অন্যদিকে মামাবাড়ি ও শ্বশুরবাড়ির ভিটা ফুলতলা উপজেলার দক্ষিণডিহি গ্রামের রায় চৌধুরী বাড়ি দীর্ঘদিন বেদখল ছিল। ১৯৯৫ সালে তৎকালীন খুলনা জেলা প্রশাসনের আন্তরিক সহযোগিতায় ঐতিহাসিক এ স্থান পুনরুদ্ধার হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় পিঠাভোগে গড়ে উঠে 'রবীন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহশালা'।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননের উদ্দেশ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসতভিটায় পরীক্ষামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বংশধারার ইতিহাস পুর্ণগঠন করা।

২. পিঠাভোগ গ্রামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদি বসতভিটার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

৩. খননে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদও স্থাপত্য কাঠামোর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের মাধ্যমে প্রাচীন এই জনপদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস পুনর্গঠন করা।

৪. আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আঙ্গিনায় বাংলাদেশের ভূমিকার মূল্যায়ন।

অধ্যায়-০৪

পরীক্ষামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক খনন
২০১১-২০১২ অর্থবছর

২০১১-১২ অর্থ বছরে পরীক্ষামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক খননের শুভ সূচনার দৃশ্য

৪.১ প্রত্নতাত্ত্বিক খনন ও উন্মোচিত স্থাপত্যিক কাঠামোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ

২০১১-১২ ইং অর্থবছরের পরীক্ষামূলক খননে সর্বমোট ৭টি বর্গে এবং উপবর্গে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন পরিচালনা করা হয়। খননকৃত বর্গ সমূহ হচ্ছেঃ C-III/7, C-III/11, C-III/12, C-III/13, C-III/6, C-III/2 , C-III/9। খননের ফলে মাটির ১.২১ মি. গভীরে আয়তকার ভূমি– পরিকল্পনায় দক্ষিণমূখী তিনটি কক্ষসহ একটি ইমারতের ভিত্তি কাঠামোর ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পাওয়া যায়। উন্মোচিত এই স্থাপত্য কাঠামো বা ইমারতের পরিমাপ ১৯.৬৯মি.×৬.৫৯মি.। এই ইমারতের দক্ষিণে একটি বারান্দা (১১.০১মি.×১.৮৯মি.) এবং বারান্দার পূর্ব ও পশ্চিমে দু'টি ছোট কক্ষ উন্মোচিত হয়েছে। দু'টি কক্ষের মধ্যে পশ্চিম দিকেরটি আয়তনে বড় (২.৮৮মি.×১.৮৯মি.) এবং পূর্বদিকের কক্ষটি অপেক্ষাকৃত ছোট

(২.২৮মি.×১.৮৭মি.)। ছোট কক্ষটি সিঁড়ি ঘর ছিল বলে জানা যায়। এই ইমারতের দক্ষিণের বারান্দার সামনে, পূর্ব ও পশ্চিমে এবং উত্তর দিকে মোট চারটি উন্মুক্ত বারান্দার ভিত উন্মোচিত হয়। দক্ষিণের দরদালানের সম্মুখে যে উন্মুক্ত বারান্দার ভিত পাওয়া গিয়েছে সে বারান্দার সাথে একটি সিঁড়ি ছিল বলে স্থানীয়ভাবে জানা যায়। আলোচিত উন্মুক্ত বারান্দার পরিমাপ যথাক্রমে ১১.০৯মি.×০.৯৫মি., ৫.৭৫মি.×১.২০মি., ৫.৭৬মি.×১.১৯মি. এবং ১১.০৫মি.×০.৯৪মি.। ইমারতের কাজে নির্মাণ ২৫.৪ সেমি.×১২.৭ সেমি.×৭.৬ সেমি. পরিমাপের আধুনিক ইট ব্যবহৃত হয়েছে। ইটের গাঁথুনীতে চুন সুরকির মসলার ব্যবহার লক্ষণীয়। ইমারতের দেয়ালের পুরুত্ব ০.৫০মি. -০.৮৪মি.। ইমারতের দক্ষিণ দিকে একটি বারান্দা বা দরদালান পেরিয়ে উক্ত কক্ষসমূহে প্রবেশ করা যায়। খননে উম্মোচিত ইমারতের ভিত–নকশার নির্মাণ কৌশল পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় ভবনটি ইন্দো-ইউরোপিয় স্থাপত্য শৈলীর আদলে নির্মিত। খননে কাঠের কড়িবর্গার অংশ ও টালি ইটের অংশ আবিষ্কৃত হওয়ায় অনুমিত হয় ভবনের সমতল ছাদ নির্মাণে কড়িবর্গা ও টালি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রায় দুইশত বছরের পুরানো ভবনটি ১৯৯৫ সালে ভেঙ্গে ফেলা হয়।

সিঁড়ির নমুনা

উন্মোচিত দেয়াল

দেয়ালের ভিত্তি

সিঁড়ির নমুনা

সংযোগ দেয়াল

কক্ষের দৃশ্য

কক্ষ

দেয়ালের নমুনা

খনন খাদে উন্মোচিত দেয়াল

খনন খাদের নমুনা

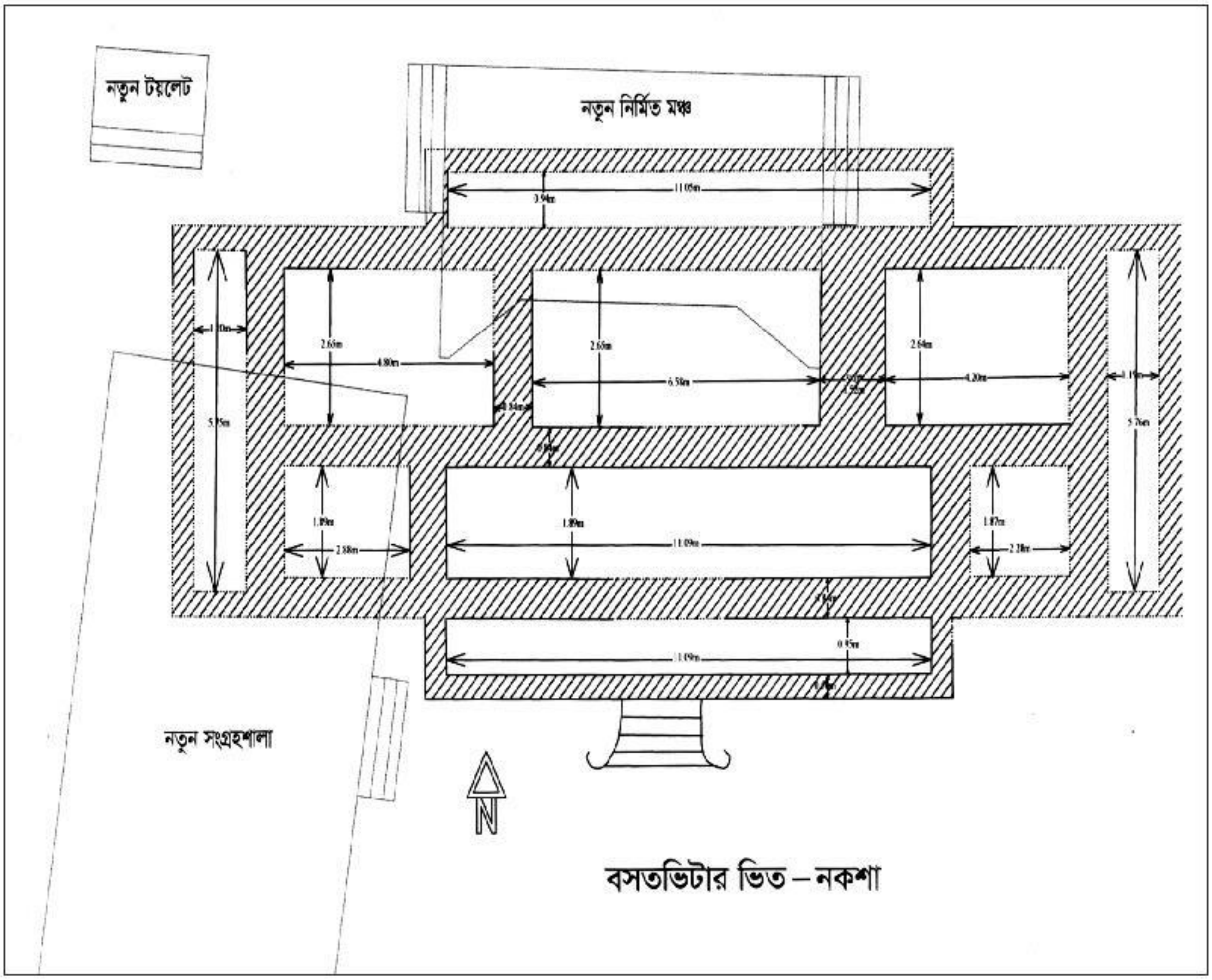

বসতভিটার ভিত – নকশা

স্তরায়ন

পরীক্ষামূলক খননে C-III/11 বর্গের উত্তর সেকশনে সর্বমোট চারটি স্তরের সন্ধান পাওয়া যায়। স্তরসমূহ হচ্ছে DL (Destruction Level), স্তর-১, ১F ও স্তর-২ নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্তর বিন্যাসের সুবিধার্থে উপরোক্ত স্তরসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল।

১. DL: এ স্তরটি মূলত ভেঙ্গে ফেলা ভবনের পরিত্যক্ত ডেব্রিজ স্তর। যাকে DL সাংকেতিক নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। স্তরের গড় পুরুত্ব ২২ সেমি. থেকে ২৫ সেমি.।

২. স্তর-১: সাংস্কৃতিক জঞ্জালের আধিক্য মিশ্রিত কালচে নরম ও ভেজা দোআঁশ মাটির সমন্বয়ে গঠিত একটি স্তর। স্তরটির গড় পুরুত্ব ৫৩ সেমি.।

৩. স্তর ১F: শক্ত ধুসর আঠালো মাটির সাথে ইটের কণা, চুনের কণা ও মৃৎপাত্র সমন্বয়ে গঠিত স্তরটির কোথাও কোথাও দু'একটি পরিত্যক্ত ইটের সন্ধান পাওয়া যায়। ১F সাংকেতিক নামে চিহ্নিত স্তরটির গড় পুরুত্ব ১৫ সেমি.। এটি আদি পুরুষদের ব্যবহৃত মেঝের স্তর হতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

৪. স্তর-২: হালকা বাদামী বর্ণের আঠালো মাটির সাথে লৌহ কণিকা (Iron particles) মিশ্রিত এ স্তরটির কোথাও কোথাও সাংস্কৃতিক জঞ্জালের অস্তিত্ব চোখে পড়ে। ক্রমশ নিম্নমূখী স্তরটির গড় পুরুত্ব ৩৪ সেমি.।

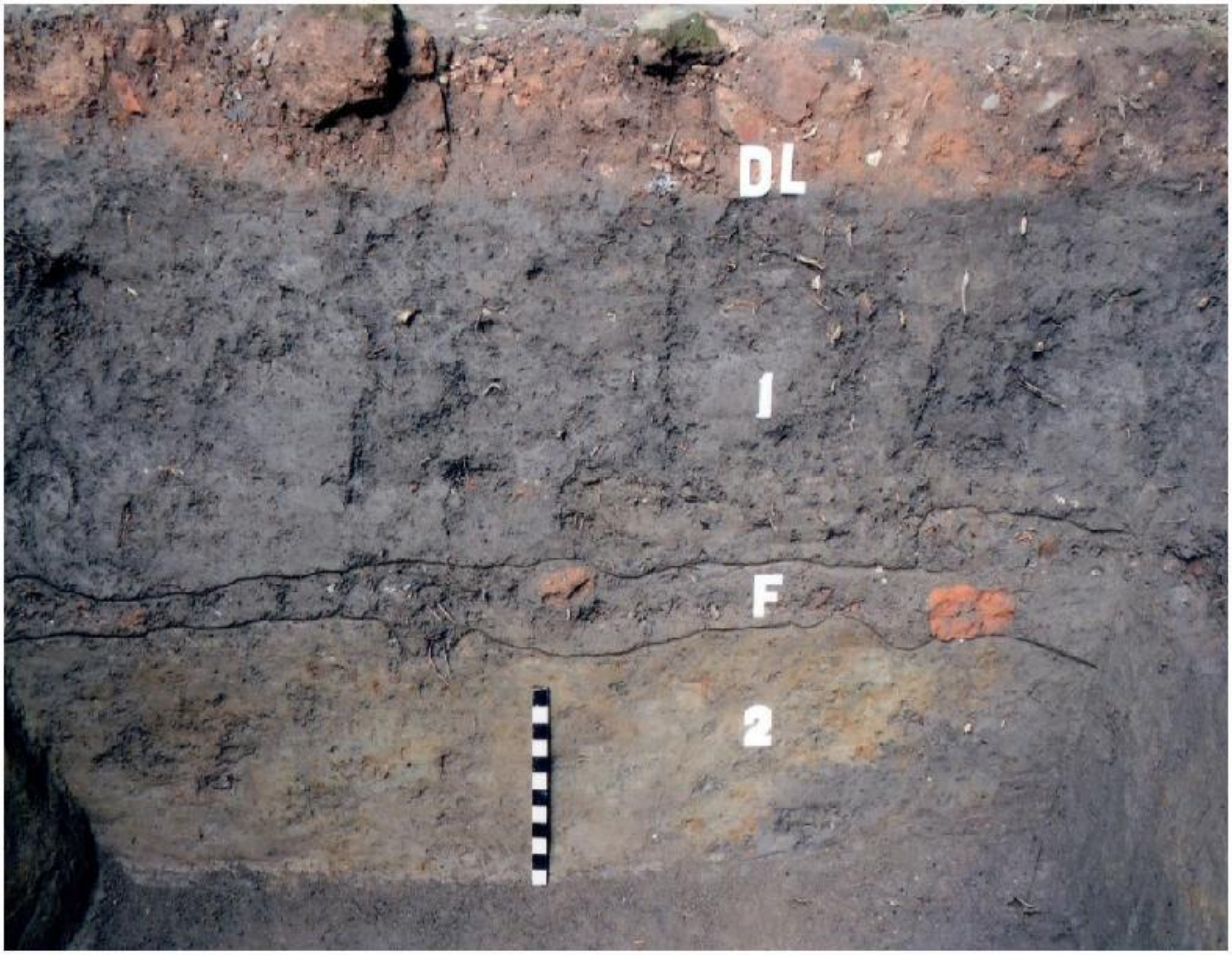

বর্গের ছেদ দৃশ্যের আলোকচিত্র (C-III/11)

৪.২ পরীক্ষামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদের বিবরণ

পরীক্ষামূলক প্রত্নতাত্ত্বিক খননে তদানীন্তন সময় কালের প্রতিনিধিত্বকারী বেশকিছু উন্নত কাচ ও সিরামিকের তৈরি সৌখিন গৃহস্থলী ব্যবহার্য্য সামগ্রীর ভাঙ্গা টুকরোর সন্ধান পাওয়া যায়। যার মধ্যে রয়েছে কাচের তৈরি আকাশি রঙের সুদৃশ্য নক্সাকৃত বাটি, পেয়ালা, স্বচ্ছ কাচের তৈরি চিমনী, ফুলদানীর তলা, কাচের তৈরি সিলিন্ডার আকৃতির গ্লাসের তলা। সাদা সিরামিকের তৈরি খেলনা, গাঢ় নীল রঙের কাচের তৈরি ফুলদানীর তলা। শেষেরটির তলায় ইংরেজী হরফে অস্পষ্ট অক্ষরের বি.বি এ্যান্ড জি এলটিডি এবং নীচে স্পষ্ট হরফের লন্ডন লেখা রয়েছে। এছাড়া ছোট আকৃতির সিরামিকের তৈরি বিকারের গায়ে ইংরেজী হরফের গুপ্ত এন্ড কোং ক্যালকাটা লেখা রয়েছে।

খননে প্রাপ্ত কাচের সামগ্রী অষ্টাদশ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সময়কালের প্রতিনিধিত্ব করে। বিশেষ করে অষ্টাদশ শতকে শিল্প বিপ্লবোত্তর ইংল্যান্ডে কাচ শিল্পে যে ব্যাপক প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার সৃষ্টি হয় এ থেকেই তার পরিচয় মেলে। এছাড়া এদেশে একটি অভিজাত মধ্যবিত্ত ভোক্তা শ্রেণির উত্থান, ইংল্যান্ডের শিল্প পণ্যের জনপ্রিয়তাসহ ব্যাপক বাজার সৃষ্টি হয়েছিল এ থেকে তার প্রমাণ মেলে। পাশাপাশি শিল্প বিপ্লবের নব প্রভাবে সৃষ্ট বাঙ্গালী বেনীয়ান শ্রেণির উদ্ভব এবং এদেশীয় একটি পুঁজিপতি শিল্প উদ্যোক্তা শ্রেণির অভ্যুদয় ও তাদের উৎপাদিত শিল্পপণ্য সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যায়।

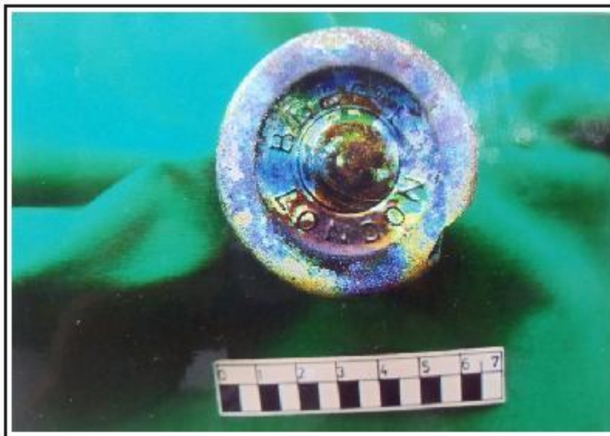

'London' সিরামিক পাত্রের তলা

Guptu & Co. CALCATTA লোখা সিরামিক পাত্রের অংশ

কাচ ও সিরামিকের তৈরি বিভিন্ন সামগ্রীর ভগ্নাংশ

সুদৃশ্য কাচের তৈরি পাত্রের ভগ্নাংশ

রঙিন কাচের তৈরি পেয়ালার ভগ্নাংশ

পোড়ামাটির বস্তু

খননে পোড়ামাটির তিনটি খেলনা পুতুল আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে দু'টি নারী ও একটি পুরুষ পুতুল

১

২

২

০১. P.R.A.H/09/T.E/2011-12 পোড়ামাটির লালচে বর্ণের খেলনা পুতুল, মাথা ও নিচের অংশ বিলুপ্ত, গলায় হার পরিহিত, হাতে বাজুবন্ধ, দৈর্ঘ্য-৭.৫ সেমি.।

০২. P.R.A.H/20/T.E/2011-12 পোড়ামাটির লালচে বর্ণের খেলনা পুতুল। পুতুলের বাম হাত বুকের উপর রাখা ডান হাত কোমরের কাছে কিছু ধরে আছে, মাথা বিলুপ্ত, দৈর্ঘ্য-৮ সেমি.।

০৩. P.R.A.H/41/T.E/2011-12 পোড়ামাটির খেলনা পুতুল, মাথা বিলুপ্ত, হাত ভাঙ্গা, ইউরোপীয় ধাচের পোশাক পরিহিত, দৈর্ঘ্য- ৫ সেমি.।

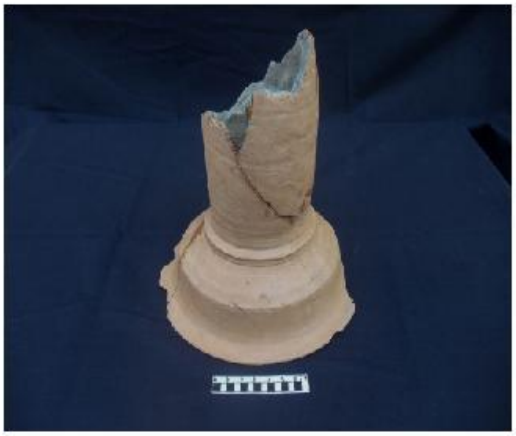

৪

৫

৬

০৪. P.R.A.H/10/T.E/2011-12 পোড়ামাটির লালচে বর্ণের ধারকদন্ড, ভাঙ্গা ও জোড়া লাগানো, উচ্চতা।

০৫. P.R.A.H/11/T.E/2011-12 পোড়ামাটির লালচে রঙের ধারকদন্ড, উপরের অংশ বিলুপ্ত, উচ্চতা ১৩ সেমি.।

০৬. P.R.A.H/23/T.E/2011-12 পোড়ামাটির তৈল প্রদীপ দন্ড, উচ্চতা ১৪ সেমি.।

৭

৮

৯

১০

০৭. P.R.A.H/13/T.E/2011-12 পোড়ামাটির লালচে বর্ণের ছোট ঢাকনার অংশবিশেষ, উচ্চতা ৫ সেমি.।

০৮. P.R.A.H/27/T.E/2011-12 পোড়ামাটির লালচে বর্ণের ধূপদানী, ভাঙ্গা, উচ্চতা -৩.৫ সেমি.।

০৯. P.R.A.H/31/T.E/2011-12 পোড়ামাটির ধূসর বর্ণের কোন জলাধার পাত্রের কান্ধার ভাঙ্গা, অংশ, দৈর্ঘ্য-৭.৫ সেমি.।

১০. P.R.A.H/30/T.E/2011-12 পোড়ামাটির লালচে বর্ণের পিরিচ, কান্দার অংশ ভাঙ্গা, ডায়া (এ)-১৫ সেমি.,(বি)-১২.৫ সেমি.।

১১

১২

১৩

১৪

১৫

১৬

১৭

১৮

১৯

১১. P.R.A.H/39/T.E/2011-12 পোড়ামাটির লালচে বর্ণের তৈল প্রদীপ, ভিতরের অংশ কিঞ্চিৎ ভাঙ্গা, ব্যাস ৮ সেমি.।

১২. P.R.A.H/40/T.E/2011-12 পোড়ামাটির লালচে বর্ণের ২টি পাত্রের ভাঙ্গা অংশ। (এ)- ৬.৫ সেমি., (বি) ১১.৫ সেমি.।

১৩. P.R.A.H/19/T.E/2011-12 পোড়ামাটির লালচে বর্ণের ২টি ছোট পাত্র। (এ) উচ্চতা ১ সেমি., (বি) উচ্চতা ১৪ সেমি.।

১৪. P.R.A.H/29/T.E/2011-12 পোড়ামাটির ধূসর বর্ণের তৈল প্রদীপ। তলদেশ ও কান্দার কিছু অংশ ভাঙ্গা।

১৫. P.R.A.H/21/T.E/2011-12 পোড়ামাটির কালো রঙের কোষা। উপরিভাগে কালচে প্রলেপ দেয়া, উপরের অংশ বিলুপ্ত।

১৬. P.R.A.H/08/T.E/2011-12 পোড়ামাটির লালচে বর্ণের তৈল প্রদীপ, ব্যাস -৬ সেমি.।

১৭. P.R.A.H/36/T.E/2011-12 হালকা লালচে রংয়ের পোড়ামাটির বাটি, ব্যাস- ৫.৫ সেমি.।

১৮. P.R.A.H/34/T.E/2011-12 হালকা লালচে রংয়ের পোড়ামাটির ২টি পাত্রের ভাঙ্গা অংশ।

১৯. P.R.A.H/14/T.E/2011-12 পোড়ামাটির রংয়ের কলকে, কালচে রঙের, উপরের দিকের অংশ ভাঙ্গা, দৈর্ঘ্য-১০ সেমি.।

২০

২১

২২

২০. P.R.A.H/32/T.E/2011-12 পোড়ামাটির লালচে বর্ণের লাটিম, ব্যাস- ৩ সেমি.।

২১. P.R.A.H/34/T.E/2011-12 পোড়ামাটির লালচে রংয়ের তৈল প্রদীপ দন্ড, উচ্চতা-৯ সেমি.।

২২. P.R.A.H/34/T.E/2011-12 পোড়ামাটির ওজোন, ব্যাস- ২.৫ সেমি.।

লোহার প্রত্নবস্তু

খননে লোহার তৈরি নির্মাণ সামগ্রী আবিষ্কৃত হয়। নিচে এদের বিবরণ দেয়া হলো-

২৩

২৪

২৫

২৬

২৩. P.R.A.H/01/T.E/2011-12 লোহার ছেনী। ক্ষয়প্রাপ্ত ও মরিচা ধরা দৈর্ঘ্য-১৫.৫ সেমি., দৈর্ঘ্য ৯ সেমি., ৭.৫ সেমি.।

২৪. P.R.A.H/18/T.E/2011-12 লোহার শলাকার অংশ বিশেষ, মরিচাধরা ও ক্ষয়প্রাপ্ত, দৈর্ঘ্য- ২১ সেমি.।

২৫. P.R.A.H/22/T.E/2011-12 লোহার ছিটকানী, মরিচা ধরা, ক্ষয়প্রাপ্ত, দৈর্ঘ্য-২৭ সেমি.।

২৬. P.R.A.H/28/T.E/2011-12 তামার চুড়ি, ডায়া-৪.৫২ সেমি.।

পাথরের তৈরি প্রত্নবস্তু

নিচে এদের বিবরণ দেয়া হলো-

২৭

২৮

২৯

৩০

২৭. P.R.A.H/07/T.E/2011-12 বাদামী বর্ণের মসৃণ মার্বেল পাথরের তৈরি বাটির ভগ্নাংশ, ব্যাস-৯ সেমি. পাদানী ৬.৩ সেমি.।

২৮. P.R.A.H/12/T.E/2011-12 কালো পাথরের বাটির ভগ্নাংশ, ২ খণ্ডে জোড়া লাগান, দৈর্ঘ্য-৭.৫ সেমি., প্রস্থ ৪.৫ সেমি.।

২৯. P.R.A.H/16/T.E/2011-12 সাদা পাথরের তৈরি পাত্রের ভগ্নাংশ, ২ খণ্ড, জোড়া লাগানো, দৈর্ঘ্য-৫ সেমি.।

৩০. P.R.A.H/33/T.E/2011-12 কালো পাথরের তৈরি পেষণ দন্ডের ভাঙ্গা টুকরা, উচ্চতা ৪.৫ সেমি.।

৪.৩ উপসংহার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের বসতভিটা নামে চিহ্নিত স্থানটি প্রত্নতাত্ত্বিক আইনে সংরক্ষণ যোগ্য কি না এ বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতের জন্য এবং বাংলা সাহিত্য ও বাঙালি জাতিসত্তার প্রাণপুরুষ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাঙালি পরিচিতি এবং তাঁর পূর্বপুরুষের শিকড় যে এদেশে প্রোথিত রয়েছে

তা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্দেশ্যে পিঠাভোগ গ্রামে অবস্থিত কবিগুরুর পূর্বপুরুষের বসতভিটায় গত ২৭-০৪-১১ ইং তারিখ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের খুলনা আঞ্চলিক কার্যালয় কর্তৃক পরীক্ষামূলক ভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজ পরিচালনা করা হয়। খননের ফলে মাটির ১.২১ মি. নিচে অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে নির্মিত দক্ষিণমুখী একটি প্রাচীন ইমারতের ভিত দেয়ালের অংশবিশেষ উন্মোচিত হয়। বারান্দাসহ পূর্ব-পশ্চিম দিকে উন্মোচিত ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপনার মোট পরিমাপ ২৩.০৪ মি. এবং উত্তর-দক্ষিণে ৯.২৬ মি.। প্রাচীন স্থাপনার দেয়ালে ব্যবহৃত ইটের পরিমাপ ২৫ সেমি.×১২.৭ সেমি.×৭.৬ সেমি. এবং দেয়ালের গাঁথুনীতে মসলা হিসাবে চুন সুরকির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এই স্থাপনার ভিত্তিমূলে তিন কোর্স ইট সংযুক্ত অবস্থায় আবিষ্কৃত হয়।

উন্মোচিত ধ্বংসপ্রাপ্ত এই স্থাপনার উত্তর দিকে আধুনিক রবীন্দ্র মঞ্চ এবং পশ্চিম পাশে নবনির্মিত রবীন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহশালা থাকায় খননে বাড়িটির পূর্ণাঙ্গ নক্সা (লেআউট) সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ভবিষ্যতে উক্ত আধুনিক স্থাপনাদ্বয় অপসরণ করলে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের প্রাচীন ভবনটি সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হবে।]

৪.৪ খননে প্রাপ্ত প্রত্নসম্পদের প্রদশর্নী ও খনন চলাকালীন খনন ক্ষেত্র পরিদর্শন

খননে আবিষ্কৃত প্রত্নবস্তুর প্রদর্শনী

খনন চলাকালীন সময়ে তদানীন্তন সম্মানিত মরহুম জমসের আহাম্মদ খন্দকার, প্রাক্তন জেলা প্রশাসক, খুলনা মহোদয়ের খননস্থল পরিদর্শন

রবীন্দ্র স্মৃতি বিজড়িত স্থাপনাসমূহের আলোকচিত্র

রূপসার পিঠাভোগে রবীন্দ্রনাথের পূর্বপুরুষের বাড়ি

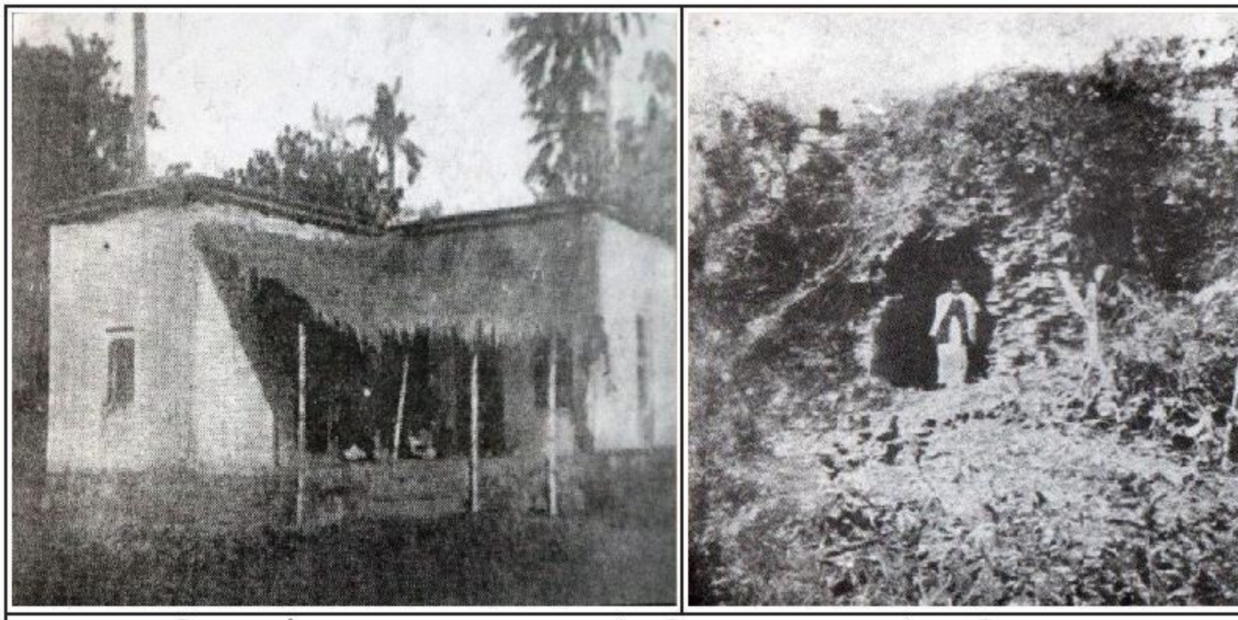

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতুলালয়ে রায় চৌধুরীদের বাড়ি ও নির্মিত প্রাচীন মন্দির

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি, ফুলতলা, খুলনা।

নরেন্দ্রপুর গ্রামে অভয়চরণ রায়ের প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দির।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মেজভাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুর বাড়ি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়ভাই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুইপুত্রের শ্বশুর বাড়ি লাখুটিয়া জমিদার বাড়ি।

বরিশাল লঞ্চঘাট সংলগ্ন টেগোর স্টিমার কোম্পানির অফিস।

গেজেটের কপি

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৫ সনের ২২ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, মে ২৮, ২০১৫

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
১ম খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৩২৫—৩৩১
২য় খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৭১৫—৭৩৫
৩য় খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৭—৬২
৪র্থ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৯৫—৭৫২
৭ম খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
(১) .....সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
(২) .....বৎসরের জন্য বাংলাদেশের পাটের চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৩) ..... বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
(৪) .....কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
(৫) ..... তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
(৬) ৩১-১২-২০১৪ ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	৩৩—৩৯

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলীসম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
শৃঙ্খলা-৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৯ ফাল্গুন ১৪২১/৩ মার্চ ২০১৫

নং ০৫.১৮৪.০২৭.০২.০০.০০৮.২০১৪-১১৩—যেহেতু, মিজ জেনিসা রঞ্জিক্স (১৫৭২৩), প্রাক্তন উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নরসিংদী সদর, নরসিংদী বর্তমানে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সিনিয়র সহকারী সচিব), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গত ১৩-১০-২০১১ তারিখ হতে ৩০-৮-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত নরসিংদী জেলার সদর উপজেলায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে কর্মকালীন গত ৩-৮-২০১৪ তারিখ হতে ৭-৮-২০১৪ তারিখ পর্যন্ত জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) ঢাকায় অনুষ্ঠেয় "উপজেলা পরিষদ আইন ও প্রশাসন বিষয়ক মৌলিক প্রশিক্ষণ" কোর্স শেষে ৮-৮-২০১৪ তারিখ অপরাহ্নে কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তন না করে তিনি কর্তৃপক্ষের বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন এবং গত ১০-৮-২০১৪ তারিখ জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় অনুপস্থিত থাকেন;

যেহেতু তিনি গত ২৬-৭-২০১৪ তারিখ হাজীপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে দুঃস্থদের মাঝে ভিজিএফ-এর চাল বিতরণে অনিয়ম ধরা পড়লেও উক্ত বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেননি;

যেহেতু তিনি কর্মস্থলে ফিরে জেলা প্রশাসক, নরসিংদী-এর অফিস কক্ষে অভিযোগের বিষয়ে আলোচনাকালে মোসাঃ সুরাইয়া বেগম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) নরসিংদীর সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন। তাঁর উল্লিখিত কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুসারে "অসদাচরণ (Misconduct)" এর পর্যায়ভুক্ত শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিধায় এ মন্ত্রণালয় হতে ১-১-২০১৫ তারিখ সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) অনুযায়ী "অসদাচরণ" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site : www.bgpress.gov.bd

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা ৬

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০১ চৈত্র ১৪২১/১৫ মার্চ ২০১৫

নং ৪৩.০০.০০০০.১১৪.০১৬.১০৯.১৪-৯৫৮—খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ গ্রামে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের বসতভিটা প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব থাকায় ১৯৬৮ সালের প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ আইন (১৯৭৬ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষণযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়, সরকার কর্তৃক নিম্ন তফসীলভুক্ত প্রত্নসম্পদ সংরক্ষিত প্রত্নসম্পদ বলিয়া ঘোষণা করা হলো।

ক্রমিক নং	প্রত্নসম্পদের নাম, অবস্থান ও পরিচিতি	প্রত্নসম্পদের ভূমির বিবরণ			জমির পরিমাণ (একরে)	চৌহদ্দী	মালিকানার পূর্ব বিবরণ	প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের নিকট মালিকানা হস্তান্তরে সম্মত কিনা ?	মন্তব্য
		মৌজার নাম	খতিয়ান নং	দাগ নং					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(১)	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের বসত ভিটা গ্রাম পিঠাভোগ উপজেলা রূপসা জেলা খুলনা	পিঠাভোগ	৬০০/১	১৭৯৬ ১৭৯৭	০.১৩৭০ ০.০১৩০ ০.১৫০০	উত্তরে গোপাল চন্দ্র কুশারী, পিং মৃত মানিক লাল। দক্ষিণে গৌর চন্দ্র কুশারী। পিং মৃত যতিন্দ্র নাথ কুশারী। পূর্বে গোপাল চন্দ্র কুশারী। পিং মৃত মানিক লাল। পশ্চিমে সরকারি কাঁচা রাস্তা।	রবীন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহশালার পক্ষে সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, রূপসা, খুলনা।	হ্যাঁ	

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাবিয়া আক্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়
জরিপ শাখা-২

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ৪ জ্যৈষ্ঠ ১৪২২/১৮ মে ২০১৫

নং ৩১.০০.০০০০.০৩৬.০৩৩.০৯০.১১-১৯৯—১৯৩৫ সনের বেঙ্গল সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট ম্যানুয়ালের ৩২১ বিধিমতে নিম্নোক্ত মৌজার গঠন ও নামকরণের প্রস্তাব নির্দেশক্রমে অনুমোদন করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	প্রস্তাবিত মৌজার নাম	প্রার্থীত জে এল	এরিয়া	
					একক	বর্গমাইল
(১)	ভোলা	ভোলা সদর	চর আনন্দ	১৯/১০৬	৫৯৮.১৭	০.৯৩

মোঃ রফিকুল ইসলাম
উপসচিব।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকশিত সংবাদ

Tagore's ancestral home to become a monument

K. Reza

THE government is likely to announce the ancestral home of Rabindranath Tagore at Pithabhog in Khulna district as a protected monument on the eve of 150th birth anniversary this year.

According to the authenticated versions of the Tagore family's history, the ancestor of the Nobel laureate Ramgophal Kushari, established the family there sometime in the 15th century, said Regional Director of Departmentt of Archaeology Shiabuddin Mohammad Akbar.

The poet is the 13th descendent of Kushari, originally a Brahmin family and is the only writer in the world whose two songs have been

See Page 12

HOLIDAY

f Publication 12 PAGES TAKA: 10 **FRIDAY MAY 6, 2011** VOL XLVI NO. 38 http://www.

Tagore's ancestral home to become a monument

From Page 1

selected to become the national anthems of two independent countries – Bangladesh and India.

There was a house built during the British period, long after the family was founded at Pithabhog which was eventually sold by the head of the five descendents of the Kushari family to a businessman at a price of Taka 2,25,000 in 1994. The five descendents are Gopal Kushari, Gavinda Kushari, Barun Kushari, Arun Kushari, nad Tarun Kushari.

The building was subsequently demolished to sell its old windows, doors, wooden panels and iron beams at a much higher price, the district administration officials say.

The Department of Archaeology (DoA) a test case excavation in the vacant plinth area of the sold building and found the base pillar made of lime and *Surki* – the building materials used in the past. "I will send a proposal to announce the area as a protected monument," said Shiabuddin, the regional director.

The predecessors of Tagore were divided into two family lines since the time of Maheshor Kushari. His son Panchanan Kushari had left home and village due to a family feud with his brother Priyanath Kushari. He got a job in the East India Company and settled in Kolkata. His son Joyram Kushari, an Amin (surveyor) of land working for the Company sold his home to build the Fort William Castle. After the battle of Plassey in 1757, the family rose to even higher position and the Kushari got a promotion to the post of *Sherastadar*. Kusharis bought a large plot of land which became known as Jorashako Thakurbari.

The neighbours of the lower casts of Hindus called the Joyram Kushari as Thakur. In due course of time, the family became known as the Tahakurs of Jorashako.

These part of the history has been narrated in "The Tagore Family by T.W. Farrell, Bangla Encyclopedia and the History of Jessore Khulna by Satish Chandra Mittra, which earned accolade from the Tagore family in 1923. The first of the history was published in 1914.

Rabindranath Thakur was also married at Dhakkindihi under Fultola upazila in the same district of Khulna. The place was announced as a protected monument in 2006 by BNP-led four party Alliance Government. The Khuthibari of Shilaidha and Shajadpur Kacharibari, the poet's alternate residence and Kachari to look after the family Zamindari were bought by them after 1757, and were declared protected monument by Pakistan government during 1961 on the eve of the birth centennial of the poet. The Patishar Kacharibari was declared as protected monument during 1994 by the BNP government.

Meanwhile, the DoA has taken elaborate programmes on the 150 the birthday in all the protected monuments with the cooperation of district administration.

The DoA will reconstruct of 40 feet long wooden Padma, the famous house boat popularly called as Bajra and its dingi Chapala. The cost of the remake is about taka 23 lakh.

The poet has written 9 songs that were found a place later in Gitanjali, which was awarded the Nobel prize, during his stay in Shilaidha. Thirtt-eight poems including famous Sonar Tari, 10 dramas two articles, three types of letters including most of the numbers of Chinna Patra and another 18 songs were written at Shlaidha, accoding to a booklet published by the DoA.

A DoA booklet says, the Shilaidha Kutibari was first owned by an indigo planter named Shelly, when it was devoured largely by Padma, the present building was raised by poet's family showing the influence of exterior design from the Shah-e- Hamadan Mosque located in the Indian part of Kashmir.

Shah-e- Hamadan, the pioneer preacher of Islam in Kashmir is said to be related to the prophet of Islam. His tomb along with Nandirish are the two great architectures of the region. Curiously, Imam Khomeni, the leader of Islamic Revolution of Iran and a mystic poet is also related to the prophet. His grandfather left Kashmir and settled in Iran. Poet Al Mahmood translated some of the poems of Imam in Bangla.

৩৮

The Daily Tribune

Only English Daily Published From Outside Dhaka

Reg no-Khulna-152, 33rd Year,Vol.116 Khulna
Saturday ,April 30, 2011,Baishakh 17 ,1418
Jamadiul Awal 25, 1432 (H) Price Taka 3.00

Pithabhog establishes Tagore's ancestral links

KHULNA, April 29 (BSS) - As archeologists tracked down Rabindranath Tagore's ancestral home coinciding with his 150th birth anniversary, little-known Pithabhog village here appeared to be of crucial historic importance for establishing the Nobel Laureate's familial links. The 'Kushari' family of Pithabhog village of Rupsha upazila was ancestors of Tagore while the founder of Kusharibari (home) was Ram Gopal Kushari. Tagore's 12th forefather Jagannath Kushari was the jamindar of Pithabhog.

The descendants of Jagannath Kushari are - Purushottam Kushari, Baloram Kushari, Horihar Kushari, Rammoni Kushari, Maheshwari Kushari, Panchanan Kushari, Nirmoni Kushari, Rammoni Kushari, Prince Darakanath Tagore, Mahorshi Debendranath Tagore and his son Rabindranath Tagore. Because of difference of opinion with his family, Panchanan Kushari set up his abode at Gobindapur village under Kolkata near Kalighat on the bank of the Ganges in the 16th century.

The people in the neighbourhood had accepted Panchanan Kushari in high respect and requested him to maintain communications with the English as their spokesman. They used to call Panchanan Kushari as 'Thakur' as a mark of high honour. This way, Tagore's forefathers from Pithabhog village turned into respected 'Thakur'. Later Panchanan Thakur's descendant Nilmoni Thakur started living in Jorashanko of Kolkata. This Nilmoni Thakur's grandson is Rabindranath's grand father Prince Darakanath Tagore.

The bright star of Bengali literature, Tagore was born to this Thakur family of Jorashanko on the 25th Boishakh or May 7 of 1861. Before 1995, Tagore's ancestral home in Pithabhog was known to only a handful of people. Those people had approached Khulna Deputy Commissioner Kazi Reazul Haq to preserve the memory of this house. Then initiatives were taken to renovate the dilapidated uninhabitable house of Kushari family.

See the last page col-8

Pithabhog

Though the house was damaged, the ownership of the land was still in the name of the Kusharis.

An Archeology department team carried out a daylong initial experimental excavation on the ancestral house of the great poet at Pithabhog village under Rupsha Upazila of Khulna on Wednesday as an earlier archeological survey found clues of his ancestral links. "Today we found the outline of the ground layout of the house and now we are preparing a proposal for complete excavation of the structure and its preservation as an archeological heritage," regional director of the department Shihab Uddin Mohammad Akbar told BSS at the scene yesterday. He said after excavating only three to four feet soil, his team found the layout of an estimated 30 feet by 20 feet building that once accommodated the poet's forefathers.

Editor : Ferdousi

নীতির প্রশ্নে আপোসহীন

দৈনিক জনকণ্ঠ

ঢাকা : শনিবার

১৭ বৈশাখ ১৪১৮ বঙ্গাব্দ

২৫ জমাদিউল আউয়াল ১৪৩২ হিজরী

৩০ এপ্রিল ২০১১ খ্রিস্টাব্দ

বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৬৮

খনন কাজ আপাতত বন্ধ

রূপসায় কবিগুরুর পূর্বপুরুষের বাড়ির সন্ধান লাভ

স্টাফ রিপোর্টার, খুলনা অফিস ॥ খুলনার রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ গ্রামে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের ভিটায় প্রাচীন অবকাঠামোর সন্ধান পাওয়া গেছে। স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর কবিগুরুর পূর্বপুরুষের ভিটা খনন করে মূল ভবনের অবকাঠামো খুঁজে পেয়েছে। খনন কাজ আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে ভবনের পুরো অবকাঠামো বের করে প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ আইনে সংরক্ষণ করা হবে।

জানা গেছে, ১৯৯৫ সালে তৎকালীন খুলনা জেলা প্রশাসক কাজী রিয়াজুল হকের উদ্যোগে খুলনার ফুলতলার দক্ষিণডিহি গ্রামে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শ্বশুরবাড়ি বেদখল থেকে উদ্ধার করা হয়। ওই বছর রূপসার পিঠাভোগ গ্রামে কবিগুরুর পূর্বপুরুষের বাড়ির (কুশারী বাড়ি) সম্পত্তির মধ্যে ১৫ শতাংশ

(১৯ পৃষ্ঠা ৭ কঃ দেখুন)

রূপসায় কবিগুরুর

(২০-এর পৃষ্ঠার পর)

সরকারের মালিকানায় আনা হয়। এর আগে ওই জমির উপর নির্মিত একটি পুরনো ভবন চট্টগ্রামের এক ব্যবসায়ী কিনে নেন এবং তা ভেঙ্গে ফেলেন। বর্তমান সরকার বিশ্বকবির পূর্বপুরুষের বাড়ির সন্ধানের জন্য উদ্যোগ নেয়। সে অনুযায়ী গত বুধবার পুরাকীর্তির সন্ধানে খনন কাজ শুরু হয়। বৃহস্পতিবার এখানে বিশাল দেয়ালের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতর খুলনা বিভাগীয় পরিচালক শীহাব উদ্দিন মোঃ আকবর জানান, বুধবার ও বৃহস্পতিবার বাড়িটিতে পরীক্ষমূলক খনন কাজ চালিয়ে মূলভবনের অবকাঠামো পাওয়া গেছে। মাত্র ৪ ফুট মাটি খোঁড়ার পর ভবনের বিশাল দেয়াল দেখা যায়। দেয়ালটি ২ ফুট ৮ ইঞ্চি লম্বা এবং ৬ ফুট চওড়া ইটের মাধ্যমে চুন শুড়কি দিয়ে নির্মিত। আপাতত খনন কাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। এখন প্রত্নসম্পদ সংরক্ষণ আইনে এটি সংরক্ষণের জন্য প্রত্নতত্ত্ব অধিদফতরের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে প্রস্তাব দেয়া হবে। তিনি বলেন, আগামী অর্থবছরে মাটি খুঁড়ে পুরো অবকাঠামো বের করা হবে।

রূপসা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মনিরুল ইসলাম জানান, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বপুরুষের আদি বাড়ির মূলভবনের সন্ধান পাওয়া গেছে। এখন এটিকে সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকারের কাছে আবেদন জানানো হবে।

দৈনিক পূর্বাঞ্চল

খুলনা ঃ শনিবার ৩০ এপ্রিল, ২০১১

পিঠাভোগে বিশ্বকবির আদি পুরুষের বাড়ির মূল অবকাঠামো আবিষ্কার

॥ বিশেষ প্রতিনিধি ॥

নোবেলজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশত জন্মবার্ষিকী সাড়ম্বরে পালনের জন্য যখন দেশব্যাপী প্রস্তুতি চলছে, তার মাত্র ১০ দিন আগে গত পরশু বৃহস্পতিবার খুলনার রূপসা উপজেলার পিঠাভোগ গ্রামে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের কর্মীরা সন্ধান পেয়েছে বিশ্বকবির পূর্ব পুরুষের আদিবাড়ির মূল অবকাঠামোর। কবির পূর্বপুরুষের আদি বাড়ির মূল অবকাঠামো পুনরুদ্ধারে গত বুধবার সারাদিনধরে ভিটেবাড়ির খনন কাজ শুরু করা হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে এ প্রতিনিধি পিঠাভোগ গ্রামে সরেজমিন দেখতে পান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব পুরুষের আদিবাড়ির যেখানে মূল ভবন ছিল সেখানে লম্বা প্রায় ৮ ফুট ও চওড়া তিন ফুট এবং প্রায় ৪ ফুট মাটির নিচে খনন করে মূল অবকাঠামোর সন্ধান পাওয়া যায়। খননকৃত দুই ফুট ৮ ইঞ্চি চওড়া ও ৬ ফুট লম্বা প্রায় আড়াইশ' বছর আগে চুন-সুড়কি দিয়ে নির্মিত ইট এখনও শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। এসময় সেখানে উপস্থিত প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিচালক শীহাব উদ্দিন মোঃ আকবর জানান, পিঠাভোগে রবি ঠাকুরের আদি পুরুষের সংরক্ষিত পুরাকীর্তি আছে তা' আজ আমরা নিশ্চিত হলাম।

তিনি বলেন, মূল ভবনটি ২০ ফুট চওড়া ও ৩০ ফুট লম্বা ছিল। আগামী সোমবার সংরক্ষিত পুরাকীর্তির ছবি মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে পুরাকীর্তি পুনরুদ্ধার এবং 'রবীন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহশালা' পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়ে একটি প্রকল্প পাঠাবো।

আঞ্চলিক পরিচালক শীহাব উদ্দিন জানান, ১৯৯৫ সালের ১৫ নভেম্বর তৎকালীন খুলনা জেলা প্রশাসক কাজী রিয়াজুল হক কবির পূর্বপুরুষের মূলভিটার ১৫ শতাংশ জমি সরকারি মালিকানায় নিয়ে নেন। কিন্তু এর আগে ঐ ভিটার উপরের পুরনো ভবনটি চট্টগ্রামের জনৈক ব্যবসায়ী কিনে নেন এবং তা' ভেঙে ফেলেন। এরপর সেখানে কবির পূর্ব পুরুষের মূল ভিটার কোন চিহ্ন আছে কিনা তা বিগত ১৫ বছরেও পরীক্ষা করা হয়নি।

রূপসা উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ মনিরুল ইসলাম জানান, চলতি অর্থবছরে খুলনা জেলা পরিষদের উদ্যোগে 'রবীন্দ্র স্মৃতি সংগ্রহশালা' ও পাঠাগার নির্মাণে উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ইতোমধ্যে মঞ্চ নির্মাণ ও দু'টি কক্ষ, জানালা, দরজার সংস্কার কাজ সম্পন্ন হয়েছে। পাঠাগারের সংস্কার হলেও জেলা পরিষদ এখনও উপজেলা প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর করেনি।

theindependent DHAKA, FRIDAY APRIL 29, 2011

Tagore's ancestral home tracked down

KHULNA, APR 28: Archeologists on Thursday tracked down the ancestral home of Nobel Laureate Rabindranath Tagore here.

An Archeology department team carried out a daylong initial experimental excavation on the ancestral house of the great poet at Pithabhog village under Rupsha Upazila of Khulna on Wednesday as an earlier archeological survey found clues of his ancestral links.

"Today we found the outline of the ground layout of the house and now we are preparing a proposal for complete excavation of the structure and its preservation as an archeological heritage," regional director of the department Shihab Uddin Mohammad Akbar said. He said after excavating only three to four feet soil, his team found the layout of an estimated 30 feet by 20 feet building that once accommodated the poet's forefathers while officials including the Upazila Nirbahi Officer (UNO) of Rupsha Mohammad Monirul Islam witnessed the exploration campaign.

The UNO said distant relatives of Tagore were in possession of the site until 1994 when they sold out the property to a party of Chittagong, but the district administration under the auspices of the then deputy commissioner Reazul Haque purchased it on the subsequent year because of its historic value. **BSS**

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. সতীশ চন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, পুর্ণমুদ্রণ, খুলনা, ২০০১

২. এ. এফ. এম. আব্দুল জলীল, সুন্দরবনের ইতিহাস, ১৯৬৯

৩. Bangladesh Distric Gazetteers, Khulna, 1978

৪. প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র জীবনী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯২

৫. মোহা. মোশাররফ হোসেন, শীহাব উদ্দিন মো. আকবর, লাভলী ইয়াসমিন, খলিফাতাবাদ > বাগেরহাট, ঢাকা, ২০২৩

৬. মোঃ ইউনুসুর রহমান, এস. এম. রইস উদ্দিন আহম্মদ, খুলনা বিভাগের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, খুলনা, ২০১০

ISBN : 978-984-36-0022-6
978-984-36-0022-6